"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান আর যোগের সাথে সাথে তোমাদের আচার আচরণও খুব ভালো হওয়া উচিত, কোনো রকমের ভূত যেন ভিতরে না থাকে । কারণ তোমরা হলে ভূত নিষ্কাশনকারী"

*প্রশ্নঃ - সুসন্তানদের কোন্ নেশাটি স্থায়ী হতে পারে?

*উত্তরঃ - বাবার কাছ থেকে আমরা ডবল মুকুটধারী, বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য উত্তরাধিকার নিচ্ছি। এই নেশা সুসন্তানদেরই স্থায়ী থাকতে পারে। কিন্তু কাম-ক্রোধের ভূত অন্তরে থাকলে এই নেশা থাকতে পারে না। এমন বাচ্চারা বাবার রিগার্ডও রাখতে পারে না সেইজন্যই প্রথমে ভূতকে তাড়াতে হবে। নিজের অবস্থা মজবুত করতে হবে।

*গীতঃ- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে....

ওম্ শান্তি । এর অর্থ তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। সেটাও নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী কেননা পরমপিতা পরমাত্মার স্থূল বা সূক্ষ্ম চিত্র তো নেই। সূক্ষ্ম রূপে ৩ জন দেবতা আছেন। ওঁদের মধ্যেও সবচাইতে সূক্ষ্ম হলেন পরমাত্মা। ইনি হলেন পরম-পিতা পরমাত্মা - এটা কে বলে? আত্মা বলে। পরমপিতা পরমাত্মাকে পরম আত্মা বলা হয়। লৌকিক পিতাকে আত্মা পরমপিতা বলা যায় না। যখন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে তখন তাকে বলা হয় দেহী-অভিমানী অবস্থা। যখন দেহ-অভিমান অবস্থা তখন দেহের সাথে সম্পর্ক বাবাকে স্মরণ হয়। উনি তো আত্মার সম্পর্কে বাবা। সেই বাবা এখন এসেছেন। আত্মা বুদ্ধি দিয়ে জানতে পারে, আত্মার মধ্যে বুদ্ধি আছে তাইনা। সুতরাং পরমপিতা পরমাত্মা নিশ্চয়ই পারলৌকিক পিতা প্রমাণ হয়। তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়। বাবা এখন এই প্রশ্নাবলি তৈরি করেছেন। এর উপরে তোমরা বাচ্চাদের বোঝান সহজ হবে। যেমন ফর্ম পূরণ করানো হয় তেমনই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতে পার। যিনি প্রশ্ন করেন তিনি নিশ্চয়ই নলেজফুল সুতরাং তিনি অবশ্যই টিচারই হবেন। আত্মাই শরীর ধারণ করে এবং অরগ্যান্স দ্বারা বোঝে। সুতরাং বাচ্চাদের সহজ করে বোঝানোর জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান শোনানোর জন্যও বাচ্চাদের অবস্থা (স্থিতি) খুব ভালো হওয়া উচিত। যদিও কারো মধ্যে খুব ভালো জ্ঞান আছে, যোগও ভালো কিন্তু সাথে-সাথে চালচলনেও ভালো হওয়া উচিত। দৈবী চলন তারই হবে যার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কারের ভূত থাকবে না। এগুলো হলো বড়-বড় ভূত। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কোনো রকম ভূত থাকা উচিত নয়। আমরা ভূতকে বের করে দিই। অশুদ্ধ আত্মা যারা ঘুরে বেড়ায় তাদেরই ভূত বলা হয়। ভূতকে যারা বের করে দেয় তারা উস্তাদ হয়। এই ৫ বিকার রূপী ভূতকে পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ বের করতে পারে না। সবার ভূতকেই বের করে দিতে পারেন একজনই। সবার সদ্গতি দাতাও একজন। রাবণ থেকে লিবরেটও করেন একজন। রাবণ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভূত। বলাও হয় এর মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে, এর মোহ আর অশুদ্ধ অহঙ্কারের ভূত আছে। সবাইকে এই ভূত থেকে ছাড়িয়ে আনেন লিবরেটর, পরমপিতা পরমাত্মা একজনই। তোমরা জানো এই সময় সবচেয়ে শক্তিশালী হলো খ্রীষ্টানরা। ওদের ইংরেজি ভাষাও খুব ভালো। যারা রাজা হয় তারা নিজেদের ভাষাতেই রাজত্ব চালায়। দেবতাদের ভাষা কেউ জানে না। আমার বাচ্চারা আগে সবকিছু এসে বলত (ট্রান্স থেকে ফিরে)। দুই-চারদিন ধ্যানে থাকত। কোনো বুদ্ধিমান সন্দেশী হতে হবে যিনি ওখানকার ভাষা এসে শোনাবেন।

তোমরা বাচ্চারা সবাইকে ভারতের কাহিনী শোনাও। ভারত সতোপ্রধান ছিল, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে, পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছে। ভারতে অনেক দেবতাদের চিত্র আছে, অন্ধশ্রদ্ধা নিয়ে পূজা করে। তাদের বায়োগ্রাফি (কর্তব্য) সম্পর্কে জানে না। আমরা সবাই অ্যাক্টর সুতরাং ড্রামার ডাইরেক্টর আদিদের জানা উচিত সেইজন্যই প্রশ্নাবলি তৈরি করা হয়েছে। পোপকেও লেখা উচিত, আপনি ফলোয়ার্সদের (অনুসরণ) বলছেন এই বিনাশের জিনিস বন্ধ করো, কিন্তু আপনার কথা কেউ মানছে না কেন? আপনি তো সবার গুরু, আপনার তো অনেক মহিমা তবুও কেন শোনে না? এর কারণ আপনি জানেন না তাই আমরা আপনাকে বলবো কেন তারা আপনার মত মানে না। ওরা ঈশ্বরের মত অনুসারে সবকিছু তৈরি করছে। অ্যাডম-ইভের মাধ্যমে স্বর্গ স্থাপনা হচ্ছে। ঈশ্বর হলেন নলেজফুল এবং গুপ্ত। নিশ্চয়ই তাঁর সেনা, ওঁনার মতেই চলবে। এইভাবে বোঝানো উচিত। কিন্তু বাচ্চারা এতোটা বিশাল বুদ্ধির নয়, সেইজন্যই স্ক্রু টাইট করতে হয়। যেমন ইঞ্জিন ঠান্ডা হয়ে গেলে ওতে গতি আনার জন্য কয়লা ঢালা হয়। এও জ্ঞানের কয়লা। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সবচাইতে উচ্চতম, সবাই তাঁকে সালাম করতে আসবে। পোপকেও সবাই পাওয়ারফুল (শক্তিশালী) মনে করে। পোপকে

যতটা সম্মান ওরা দেয় অন্য কাউকে দেয়না। বাবাকে তো ওরা জানে না। তিনি হলেন গুপ্ত। ওঁনাকে শুধু বাচ্চারাই জানে এবং মর্যাদা দেয়। কিন্তু মায়া এমনই যে বাচ্চাদের এমন বাবার রিগার্ড (সম্মান, মর্যাদা) রাখতে দেয়না। বাবা বিশ্বের মালিক করে তোলেন, কিন্তু নেশা বাইরে বেরিয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যায়। আমরা বাবার কাছ থেকে ডবল মুকুটধারীর উত্তরাধিকার কেন নেব না, এটাই হলো আজ্ঞাকারী বাচ্চাদের নেশা। কিন্তু এমন অনেক বাচ্চারা আছে যাদের অন্তরে কাম, ক্রোধ, লোভের ভূত প্রবেশ করে। বাবা যখন মুরলী শোনান তখন মনের মধ্যে আসে যে এখনও পর্যন্ত আমার মধ্যে কামের হালকা নেশা আছে। যদি একজন মজবুত হয় তবে কিছু হতে পারে না। কোথাও স্ত্রী মজবুত হয়, কোথাও বা পুরুষ। বাবার কাছে সমস্ত রকমের খবর আসে। কেউ স্বচ্ছ অন্তরে লেখে, এরজন্য ভিতরে-বাইরে বড় স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। কেউ বাইরে স্বচ্ছ, ভিতরে মিথ্যা। অনেকের কাছেই তুফান আসে। ওরা লেখে বাবা আজ আমি কামনার তুফান অনুভব করেছি কিন্তু রক্ষা পেয়ে গেছি। যদি না লেখে তাহলে প্রথমে শাস্তির অভিজ্ঞতা হয় আর দ্বিতীয়ত সেই অভ্যাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর নিচে নেমে যায়। বাবার তো বাচ্চাদের প্রতি আশা থাকে না! সামান্য গ্রহের প্রভাব থাকলেও সরানো যেতে পারে। কিছু আছে যারা আজ ভালোভাবে চলছে, আগামীকাল বিমর্ষ হয়ে পড়ে বা তাদের গলা দম বন্ধ হয়ে আসে। নিশ্চয়ই কিছু অবজ্ঞা করে। প্রতিটি বিষয়ে স্বচ্ছতা থাকা উচিত তবেই সত্যখন্ডের মালিক হতে পারবে। মিথ্যা বললে রোগ বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষতি করবে।

বাচ্চাদের বড় যুক্তি দিয়ে প্রশ্নাবলি তৈরি করা উচিত - পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? পিতা আছেন যখন তখন সর্বব্যাপীর কোনো কথাই আসে না। তিনি হলেন সবার সদ্গতি দাতা, পতিত-পাবন, গীতার ভগবান নিশ্চয়ই কখনও এসে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। যদি হয় তাহলে ওঁনার জীবন সম্পর্কে কি কিছু জানো? না জানলে উত্তরাধিকার পাবে না। পিতার কাছ থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো - প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং তাঁর মুখ বংশাবলীদের জানো? যাঁর নাম সরস্বতী, উনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। ওঁনাকে গডেজ অফ নলেজ (জ্ঞানের দেবী) বলা হয়। তিনি হলেন জগৎ অম্বা। নিশ্চয়ই ওঁনার সন্তানও থাকবে। বাবাও থাকবেন। তিনি তো নলেজ দিয়ে থাকেন। এই প্রজাপিতা আর জগৎ অম্বা কে? ওনাকে সম্পদের দেবীও (সরস্বতী) বলা হয়, এই সময় তিনি জ্ঞানের দেবী নন। এই ব্রহ্মা-সরস্বতী রাজ-রাজেশ্বরী হন। সুতরাং তাঁদের বাচ্চারাও নিশ্চয়ই স্বর্গের মালিক হবে। এখন এই সময় হলো সঙ্গম, কুম্ভ। ঐ কুম্ভের মেলায় দেখো কত কি হয়, ভক্তি মার্গের পথে এর অর্থ আর এখানে এর অর্থের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। ওটা হলো জলের নদী আর সাগরের মেলা। আর এখানে জ্ঞানের সাগর থেকে উদ্ভূত মানব গঙ্গার মেলা। এই প্রশ্নটাও করা যেতে পারে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন কে? এটা তো জানতে হবে না তবেই তো জিজ্ঞাসা করছি। এই মাতা-পিতার জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা রাজ রাজেশ্বরী হতে পারবে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বললে কি মুখ মিষ্টি হবে? এখন তোমরা ভক্তির ফল রূপে জ্ঞান পেয়ে থাকো। ভগবান যখন পড়ান তখন ধাক্কা খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, অশরীরী ভব। আত্মা জ্ঞান পেয়েছে, এখন আত্মা বলছে - আমাকে বাবার কাছে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তারপর হবে প্রালব্ধ। রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে। কত বোঝার বিষয় এগুলো। এই প্রশ্নাবলি তৈরি করা খুব ভালো। সবার পকেটে এটা রাখা উচিত, সার্ভিসেবল বাচ্চারাই এর প্রতি মনোযোগী হবে। বাচ্চাদের জন্য বাবাকে কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজেদের ভবিষ্যৎ উচ্চ বানাও। তা না হলে কল্পে-কল্পে পদ কম হয়ে যাবে। এই বাবা-মাম্মা যেমন মহারাজা-মহারানী হয়েছিলেন তোমরা বাচ্চাদেরও তেমনই হওয়া উচিত। কিন্তু নিজের প্রতি নিশ্চয় থাকা উচিত। রাজার মধ্যেও অনেক শক্তি থাকে। ওখানে তো শুধুই সুখ আর সুখ। আরও অন্যান্য যারা রাজা হয় তারাও ঈশ্বর অর্থে দান-পুণ্য করার ফলেই রাজা হয়। রাজার অর্ডারেই (আদেশ) সমস্ত প্রজা চলে। এই সময় ভারতবাসীদের কোনো রাজা নেই, পঞ্চায়েত রাজ্য এটা, সুতরাং কত কমজোরি হয়ে গেছে।

বাবা জানেন অনেক বাচ্চাদের তুফান আসে কিন্তু ওরা খবর দেয় না। বাবাকে লেখা উচিত যে এরকমের তুফান আসে, আপনি পরামর্শ দিন। বাবা পরিস্থিতি দেখে পরামর্শ দেবেন। নিজেরাও লেখে না, না কেউ তাদের সাথী খবর দেয় যে বাবা আমাদের সাথীর এই অবস্থা হয়েছে। বাবাকে তো খবর দেওয়া উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১১-১-৬৯

অসীম জগতের বাবা এসে বোঝান, নিজের বানান, রাজত্বের পদ প্রাপ্ত করার জন্য শিক্ষা দেন, পবিত্র করে তোলেন। বাবা

খুব সহজ রীতিতে নিজের এবং উত্তরাধিকারের পরিচয় ব্যাখ্যা করেন। নিজেরা বুঝতে পারবে না। বেহদের বাবার কাছ থেকে অবশ্যই অসীমিত উত্তরাধিকার পাবে - এটাও ভালো বুদ্ধিমান যারা তারাই বুঝবে। বাবা কিসের উত্তরাধিকার দেন? ঘরের, ঈশ্বরীয় অধ্যয়নের এবং স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার দেন। যারা পবিত্র দৈবী সম্প্রদায়ের হয়ে উঠবে তারাই রাজধানীতে আসবে। যে যত পড়াশোনা করবে, পড়াবে সে-ই উচ্চ পদ পাবে। এতো বাচ্চারা, বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। বাবা স্বর্গের মালিক, নর থেকে নারায়ণ করে তোলেন। ইনি রাজত্বের মালিক (ব্রহ্মা)। সুতরাং অসীম জগতের বাবা যিনি স্বর্গের রচয়িতা আমরা তাঁর বাচ্চারা স্বর্গের বাদশাহী নেবো, যথা রাজা রাণী তথা প্রজা..... যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। এটা রাজত্বের জন্য পুরুষার্থ। সত্যযুগের রাজত্ব সবাই পাবে না। যে যেমন পুরুষার্থ করবে ততটাই উচ্চ পদ পাবে। পুরুষার্থের উপরেই প্রালব্ধ নির্ভর করে। বাচ্চারা তো জানে পুরুষার্থ করতে হবে, পুরুষার্থের দ্বারাই বাদশাহী পাওয়া যায়। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, পিওর (খাঁটি) সোনা হতে পারবে। রাজত্বও প্রাপ্ত হবে। যেমন এখানে বলা হয় আমরা ভারতের মালিক। ভারতের মালিক তো সবাই হবে। কিন্তু পদ কি পাবে? পড়াশোনা করার পরে স্বর্গে আমাদের পদ কি হবে। তোমরা সবাই এখন সঙ্গম যুগে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করছো, সত্যযুগে রাজত্ব করবে। বাবা যোগও শেখান, পড়াশোনাও করান। তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে রাজযোগ শিখি। বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হই। এরপর আমাদের পুনর্জন্ম রাবণ রাজ্যে নয়, রাম রাজ্যে হবে। এখন তোমরা পড়াশোনা করছো – মন্মনাভব, মধ্যাজীভব। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, পুনরায় সত্যযুগ স্বর্গ অবশ্যই আসবে। বাবা সঙ্গম যুগে এসেই বেহদের স্কুল খোলেন, যেখানে বেহদের পড়াশোনা হয় বেহদের বাদশাহী পাওয়ার জন্য। তোমরা জানো আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হব। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়, নেশা বৃদ্ধি পায় তাইনা। বরাবরের মতই পুরানো দুনিয়ার পর আসে নতুন দুনিয়া। বাচ্চাদের স্মরণে আসে। সমস্ত বাচ্চাদের অন্তরেই থাকে - স্বর্গের মালিক করে তোলার জন্য আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা শিক্ষা প্রদান করছেন। বাচ্চাদের স্মরণে থাকে আমাদের ভগবান এসে পড়াচ্ছেন, উচ্চ থেকে উচ্চতর সত্যযুগে আমরা রাজা-রাণী হই। রাজযোগ দ্বারাই রাজত্ব পাওয়া যায় , যেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব আছে। এই বাবার (ব্রহ্মা) মধ্যে শিববাবা অবতরণ করেছেন। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম। আত্মা সেই অভিজ্ঞতা অনুভব করতে থাকে। ওখানে গেলে বসার ব্যবস্থাও রাজকীয় হবে। সমস্ত স্টুডেন্টসদের জন্য আলাদা-আলাদা বসার জায়গা থাকবে। একজন স্টুডেন্ট আরেকজনের জায়গায় বসতে পারবে না। একজনের পার্টের সাথে অন্য জনের পার্ট মিলতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মার মধ্যে রেকর্ড ভরা থাকে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে আমাদের পুরুষার্থ চলছে, কেউ রাজা কেউ রাণী হবে। শেষ সময়ে পুরুষার্থের রেজাল্ট (ফলাফল) বেরোবে, যা দিয়ে মালা তৈরি হবে। উচ্চ নম্বর পাবে যারা তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে। মারা যাওয়ার পর বোঝা যায় - আত্মা গিয়ে কর্ম অনুসারে দ্বিতীয় জন্ম নেবে। ভালো কর্ম করবে যারা তাদের জন্ম হবে, যোগবল দ্বারা। পুরুষার্থ না করলে পদ তো কম পাবে। এভাবে-এভাবে বিচার করলে খুশি অনুভব হবে। যে যেমন মহারথী হবে তার তেমনই মহিমা হবে। সবারই মুরলীর জ্ঞান শোনানো এইরকম হবে না। একেক জনেরও মুরলীর জ্ঞান একেক রকম, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। এখন বাচ্চারা কর্মের প্রতি মনোযোগী। বাবা বা মা যেমন করবে বাচ্চারাও সেটাই শিখবে। এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো। সার্ভিস দেখে বোঝা যায়, মহারথীদের পরিশ্রম লুকিয়ে রাখা যায় না। বুঝতে পারা যায় কে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করছে। সব বাচ্চাদেরই সুযোগ আছে। উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য মন্মনাভব লেসন (পাঠ) অর্থ সহ পেয়েছো। বাচ্চারা জানে গীতা জ্ঞান নলেজফুল বাবা স্বয়ং এসে দেন সুতরাং তিনি অ্যাকুরেট (যথার্থ) নলেজই দেবেন। এরপর নির্ভর করছে ধারণার উপরে, যা শুনছে সেটা প্র্যাকটিক্যালে আসতে থাকতে হবে। ডিফিকাল্ট (কঠিন) কিছু নয়। বাবাকে স্মরণ করা আর চক্রকে জানতে হবে। এটা হলো অন্তিম জন্মের পঠন-পাঠন, যা পাশ করে নতুন দুনিয়ার সত্যযুগে চলে যাবে।

গায়ন আছে নিশ্চয়ের মধ্যেই বিজয়। সুতরাং প্রীত বুদ্ধির বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে - ভগবান এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। বাচ্চারা জানে আমাদের আত্মা ধারণা করে। আত্মা এই শরীর দ্বারা পড়াশোনা করে, চাকরি করে। এটাই বোঝার বিষয়। বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু তারপর মায়া রাবণ বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করে দেয়, সেইজন্যই মায়া থেকে সাবধান হতে হবে। যত এগিয়ে যাবে ততই তোমাদের প্রভাব বিস্তার করবে আর খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যখন নতুন জন্ম নেবে অনেক শো (প্রত্যক্ষ) করবে। আচ্ছা - মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ভিতরে-বাইরে স্বচ্ছ থাকতে হবে। সত্য হৃদয় দিয়ে বাবাকে নিজের খবর দিতে হবে, কিছুই লুকানো উচিত নয়।

২) এখন ফিরে যেতে হবে সেইজন্যই অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে, চুপ করে থাকতে হবে।

বরদানঃ- 'আমার'কে 'তোমার' এ পরিবর্তন করে উড়তি কলার অনুভবকারী ডবল লাইট ভব

এই বিনাশী শরীর আর ধন, পুরানো মন আমার নয়, বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। প্রথম সঙ্কল্পই এটা করেছো যে সবকিছু তোমার... এতে বাবার কোনো লাভ নেই, লাভ তোমাদের কেননা 'আমার' বললে ফেঁসে যাও আর 'তোমার' বললে ডিট্যাচ হতে পারো। আমার বললে বোঝা মনে হয় আর তোমার বললে ডবল লাইট, ট্রাস্টি হয়ে যাও। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ হাল্কা না হবে ততক্ষণ উঁচু স্থিতি পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। হাল্কা থাকে যারা তারাই উড়তি কলার দ্বারা আনন্দের অনুভূতি করতে থাকে। হাল্কা থাকাতেই মজা।

স্লোগানঃ- শক্তিশালী আত্মা সে যার উপরে কোনো ব্যক্তি বা প্রকৃতি নিজের প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;